**‘‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৩'' সংবর্ধনা অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সেনাকুঞ্জ, ঢাকা, ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ২১ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী প্রধান,

সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যবৃন্দ,

এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আসসালামু আ'লাইকুম।

১।         সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। একইসাথে সকলকে জানাই সশস্ত্র বাহিনী দিবসের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

২। গৌরবময় এই দিনে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাপিয়ে পড়েছিল মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে। আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদদের। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। আমি তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত ভূমিকার জন্য তাঁদের জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

৩।         আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আজকের এই দিনটি এক বিশেষ গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। বিজয়কে তরান্বিত করতে ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করে । সেই ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে আমরা অর্জন করেছি আজকের এই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি পিলখানার মর্মন্তুদ ঘটনায় শাহাদাৎ বরণকারীদের। ইতোমধ্যে এই জঘন্য ঘটনায় জড়িতদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ফৌজদারী অপরাধের বিচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের দ্বিতীয় নজির নেই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করে শাস্তি বিধানে আমাদের সরকার কখনো কুন্ঠিত হয়নি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

৪।         আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকস সশস্ত্র  বাহিনী গড়ে তোলার। সে কারণেই স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি প্রখর দূরদৃষ্টি নিয়ে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নতি কল্পে তিনি মিলিটারি একাডেমী, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। নৌ বাহিনী সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌ বাহিনীর জন্য দু'টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয় যেগুলি প্রায় ৩৮ বৎসর পর আজও অপারেশনাল আছে। একইভাবে বিমান বাহিনীর উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সুপার সনিক মিগ-২১ জঙ্গী বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও র‌্যাডার সংগৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে গেছেন তারই উপর দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতার স্বীকৃতি দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুবিদিত।

৫।         জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় আমাদের বিগত সরকারের সময় সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী ও গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে একইভাবে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলাম। সেনাবাহিনীর জন্য পদাতিক ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, কম্পোজিট ব্রিগেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিলাম। রেজিমেন্টাল সেন্টার স্থাপন করেছিলাম। পদাতিক বাহিনীর জন্য আরেকটি পৃথক ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার স্থাপন করেছিলাম। নৌবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ফ্রিগেটসহ নতুন নতুন যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করেছিলাম। বিমান বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক মিগ টুয়েন্টি নাইনসহ বহু সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলাম। এছাড়া ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশনস্ ট্রেনিং, এনসিও'স একাডেমি, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, বিশ্বমানের পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসন প্রভৃতি আমাদের সরকারের সময়ই করা। আমাদের সরকারের বিগত শাসনামলে প্রথম মহিলা অফিসার নিয়োগ, ডিওএইচএস মিরপুরে প্লট বরাদ্দ, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, সৈনিকদের রসদ ভাতা বৃদ্ধি, দুপুরে রুটির পরিবর্তে ভাত প্রচলনসহ নানাবিধ কল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

সুপ্রিয় সুধিমন্ডলী,

৬।         জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির প্রেক্ষাপটে অতি সম্প্রতি ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সার্বিক উন্নতিকল্পে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভিশন-২০২১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক এমবিটি-২০০০, আর্মার্ড রিকভারী ভেহিকেল , গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত সেলফ প্রপেল্ড গান কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন সমরাস্ত্র ক্রয় করা হয়েছে । ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হযরত শাহ জালাল (রহঃ) এর পূণ্যভূমি সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরাপত্তা ও তদারকীর জন্য ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়েছে। বান্দরবান জেলার রুমায় নতুন সেনানিবাস স্থাপন ও নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় চর এলাকার সমুদয় খাস জমি সেনাবাহিনীর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্যারিং চর প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

৭।         একইভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আধুনিকায়নেও বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সময়োচিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে গত ১৪ মার্চ ২০১২ ITLOS এর ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বহুপ্রতিক্ষীত সমুদ্রসীমানা নির্ধারিত হয়েছে। এ যুগান্তকারী রায়ে বাংলাদেশ আনুমানিক ১,১১,৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে Arbitral Tribunal এর মাধ্যমে বাংলাদেশ - ভারতের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের UNCLOS সেল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৮।         আমরা সরকার গঠনের পর থেকে ০২টি অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল, ০২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট ক্রয়, খুলনা শিপইয়ার্ডের সাথে ০৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ চুক্তি, নৌজাহাজের যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি জাহাজে আধুনিক সি-৭০৪ মিসাইল সংযোজন, গণচীনের থেকে ফ্রিগেট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর, দুইটি করভেট ক্রয়, যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড থেকে একটি সেক্রেটারি ক্লাস জাহাজ ক্রয়, একটি অয়েল ট্যাংকার লঞ্চিং করা হয়েছে। আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকায় তদারকির জন্য জার্মানি থেকে ২টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ক্রয়, ইতালি থেকে ০২টি হেলিকপ্টার এবং যুক্তরাজ্য হতে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করেছি। বিভিন্ন দূর্যোগকালীন সময়ে ডেডিকেটেড জাহাজ না থাকায় নৌবাহিনীর জন্য ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখা অনেক সময়েই কষ্টসাধ্য। তাই একটি অত্যাধুনিক হসপিটাল জাহাজ সংযোজনের জন্য আমি নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাবমেরিন বাংলাদেশ নৌবহরে সংযোজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গত পরশুদিন আমরা নৌবাহিনীর নতুন ঘাঁটি বিএনএস শেরে বাংলা উদ্বোধন করেছি। সেখানে সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের জন্য পেকুয়া এবং রাবনাবাদের জমি অধিগ্রহণ, একটি পূর্ণাঙ্গ নৌ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য নীতিগত অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ঘাঁটি স্থাপনের জন্য পটুয়াখালীর পুরাতন বিমান বন্দরটি নৌবাহিনীর অনুকূলে প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন । আমরা নৌবাহনীতে একটি ত্রিমাত্রিক চৌকষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সবরকম উদ্যোগ নিয়েছি।

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ,

৯।         একই ধারাবাহিকতায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এবং সমুদ্র এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধির জন্য কক্সবাজারে বিমান বাহিনীর জন্য একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। আমি ইতোমধ্যে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী প্রযুক্তির সহায়তায় ও সম্পূর্ণ দেশীয় তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে ‘‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার'' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছি। যার নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। এই কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিমান ও হেলিকপ্টারের মেরামত ও কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরী করা সম্ভব হবে। এর ফলে নিজস্ব অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি আমরা অর্জন করতে পারব প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরাও একদিন বিমান তৈরী করতে সক্ষম হব - ইনশাআল্লাহ্। এছাড়াও, বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার ১৬ টি F-7BG যুদ্ধ বিমান এবং ৩টি Mi-171 হেলিকপ্টার, বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ১টি স্বল্প পাল্লার ভূমি হতে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র, এফ-৭ সিরিজ জঙ্গী বিমানের ওভারহল প্ল্যান্ট স্থাপন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চীন ও রাশিয়া থেকে এর আওতায় ১৯টি প্রশিক্ষণ বিমান ও ৭টি হেলিকপ্টার সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

১০।       আমরা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি ও উন্নত করেছি। অন্যান্য সরকারি চাকরীজীবীদের মত সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরীর বয়স সীমা বৃদ্ধি করেছি। একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, সশস্ত্র বাহিনীর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন তা আমাদের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই হয়েছে। আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে কখনো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিনি। বরং আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে একটি দক্ষ, শক্তিশালী এবং আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে যা যা দরকার সব করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতীয় অহংকার। আমি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। তারা যেন শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতায় সর্বত্র প্রশংসিত হতে পারেন পরম আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এই দোয়া করি।

সুধিমন্ডলী,

১১।       সামরিক সদস্যদের আবাসন সুবিধা প্রদানে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের ব্যক্তিগত অর্থায়নে জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প, সাভার ও যশোর ডিওএইচএস, সেনা সদস্যদের জন্য বরিশাল ও পটুয়াখালীতে সেনাপল্লী প্লট এবং সাভারে সেনাপল্লী আবাসন ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা, উৎকর্ষ, মনোবল, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করতে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভাতা প্রচলন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর জন্য নতুন ডিজিটাল পে সিস্টেম প্রবর্তন, নৌ ও বিমান বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে  রেশন স্কেল উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

১২।       সশস্ত্র বাহিনী আজ তাদের নানাবিধ জনসেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। যেকোন দূর্যোগ কবলিত অঞ্চলে আর্তমানবতার সেবায় ও জান-মাল রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী যে আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে বিপর্যস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ায় তা জাতির কাছে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সকল কল্যাণমুখী ও জনহিতকর কর্মকান্ডের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানাই।

১৩।       আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বে নির্ভরযোগ্য হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে তারা বিশ্ববাসীর কাছে শুধু দেশের ভাবমূর্তিকেই উজ্জ্বল করেনি বরং জাতিসংঘের ভাবমুর্তিকেও উজ্জ্বলতর করেছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে বিশ্বের সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে পারে, সে ব্যাপারে বর্তমান সরকার সদা সক্রিয় রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বাধুনিক ও বিশ্ব মানে গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতা সার্বক্ষণিক অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির জন্যও নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি।

প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

১৪।       হেমন্তের এই বিকেলে উৎসবমুখর পরিবেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের উপস্থিতি আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করেছে। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। আপনারা যেন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন সেই কামনা করি।

১৫।       Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. On this occasion, we gratefully recall the contribution of the people of our friendly nations during our War of Liberation. আপনাদের সবাইকে এখানে সমবেত হবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ্‌ হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিরজীবী হোক।